Toppersnotes®
Unleash the topper in you

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস

প্রাদেশিক নাগরিক সেবা

প্রিলিম এবং মেইনস

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

ভলিউম - 1
Volume - 1

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস
(History of Ancient India)

SIERRA INNOVATIONS

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস

ভলিউম 1

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

S. No.	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
1.	**প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস** • প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস • সাহিত্য সূত্র	1
2.	**প্রস্তরযুগ** • প্যালিওলিথিক যুগ • মেসোলিথিক পিরিয়ড (মধ্য প্রস্তর যুগ) • নিওলিথিক পিরিয়ড (নতুন প্রস্তর যুগ)	7
3.	**তাম্রপ্রস্তরযুগ (খ্রিস্টাব্দ ৩৫০০-১০০০ শতাব্দ)** • বৈশিষ্ট্য • গুরুত্বপূর্ণ চ্যালকোলিথিক সংস্কৃতি এবং তাদের বৈশিষ্ট্য • অন্যান্য চ্যালকোলিথিক সাইট • মেগালিথিক সংস্কৃতি	15
4.	**সিন্ধ সভ্যতা** • সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার আবিষ্কার • হরপ্পা সভ্যতার পর্যায় • হরপ্পা সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান • সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য	24
5.	**বৈদিক যুগ (১৫০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্ব)** • বৈদিক সাহিত্য • প্রারম্ভিক/ঋগবৈদিক যুগ (১৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্ব) • পরবর্তী বৈদিক যুগ (১০০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্ব)	38
6.	**জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম** • তাদের উপত্তি পিছনে কারণ • বৌদ্ধধর্ম • জৈন ধর্ম • জৈন ধর্মের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক • জৈন ধর্মের অবক্ষয়ের কারণ	56
7.	**মহাজনপদ (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৩০০)** • মগধের উত্থানের কারণ • হরিয়াঙ্ক রাজবংশ (৫৪৫-৪১২ খ্রিস্টপূর্ব) • শিশুনাগ রাজবংশ (৪১৩ BCE থেকে ৩৪৫ খ্রিস্টপূর্ব) • নন্দ রাজবংশ (৩৪৫-৩২১ খ্রিস্টপূর্ব) • মহাজনপদের যুগে সামাজিক ও বস্তুগত জীবন • মহাজনপদের যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা • আইনি ও সামাজিক ব্যবস্থা • বিদেশী আক্রমণ	90

8.	**মৌর্য সাম্রাজ্য** • মৌর্য সাম্রাজ্যের উস • মৌর্য রাজবংশ • মৌর্য প্রশাসন	102
9.	**মৌর্য-পরবর্তী যুগ** • মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ • বিদেশী শাসক রাজবংশ • আদিবাসী শাসক রাজবংশ	127
10.	**গুপ্ত যুগ** • গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসকরা • গুপ্ত প্রশাসন • কৃষি • সমাজ • গুপ্ত আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার • বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি • অংক • সাহিত্য • গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন	142
11.	**গুপ্তোত্তর যুগ** • আঞ্চলিক কনফিগারেশনের বয়স • উত্তর ভারতের শাসক রাজবংশ • দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতের শাসক রাজবংশ	158

1 অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস

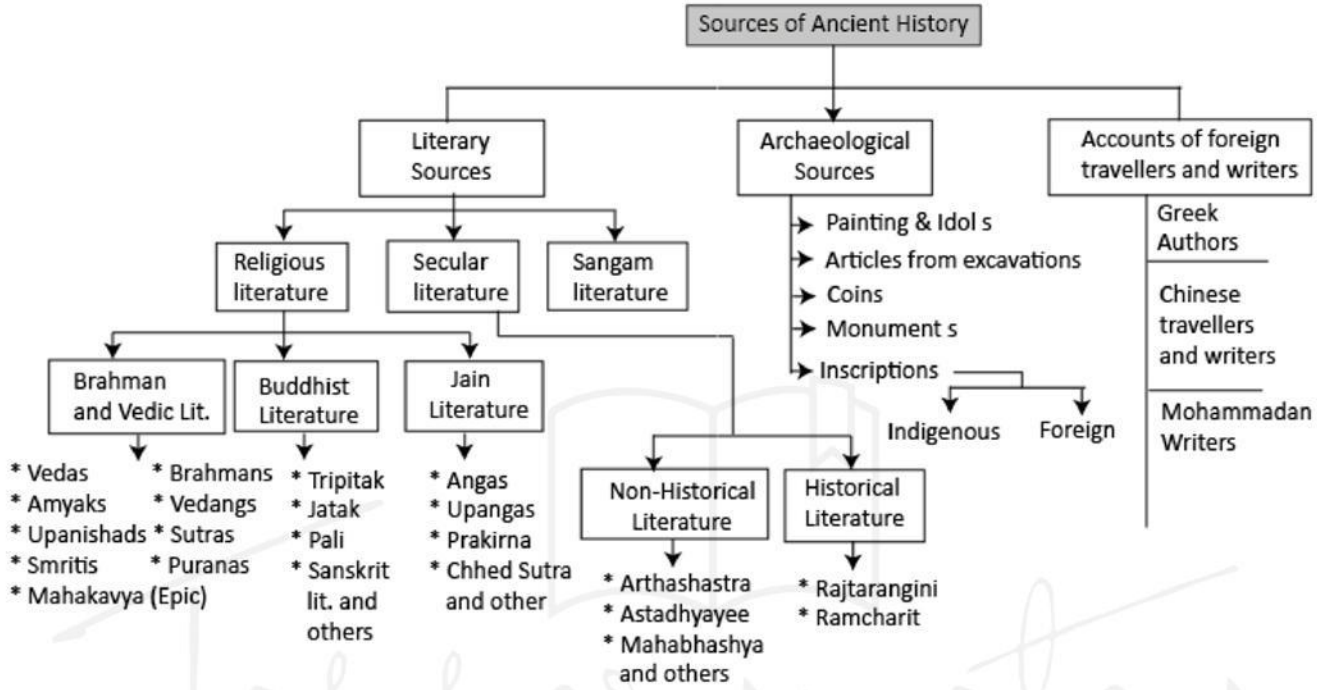

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস

- মুদ্রাবিদ্যা- মুদ্রা অধ্যয়ন।
- এপিগ্রাফি- শিলালিপি অধ্যয়ন।
- প্রত্নতত্ত্ব = '**Archaios**' + '**Logia**' (**archaios** = প্রাচীন এবং **logia** = জ্ঞান) ।

১. খনন থেকে পাওয়া নিবন্ধ

শিলালিপি/ এপিগ্রাফ/ শিলালিপি

- প্রাচীনতম শিলালিপি - সম্রাট অশোক - প্রধানত ব্রাহ্মী লিপিতে ।
- অন্যান্য শিলালিপি

নাম	পাওয়া গেছে স্থান	সম্পর্কিত
নাগনিকার শিলালিপি	নানেঘাট, মহারাষ্ট্র	সাতবাহন রাজা সাতকর্ণী প্রথমের কাজ
নাসিক শিলালিপি	নাসিক গুহা, মহারাষ্ট্র	গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী
প্রয়াগ প্রশস্তি/ এলাহাবাদ স্তম্ভ	এলাহাবাদ, ইউপি	সমুদ্রগুপ্ত; হরিসেনা দ্বারা সংস্কৃতে লেখা।

আইহোল শিলালিপি	কর্ণাটক	বাদামীর চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশিন সম্পর্কে রবিকীর্তি দ্বারা।
হাতিগুম্ফা শিলালিপি	উদয়গিরি, ওড়িশা	রাজা খারভেলা সম্পর্কে।

তাম্র ফলক

- 'ভূমি-অনুদান'-এর জন্য খোদাই করা এবং অনুদান গ্রহীতাকে জারি করা।
- ৩ টি তামার প্লেট, তামার গিঁটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে বাঁধা।
- উপরের এবং শেষ অংশগুলি খোদাই করা হয়নি কারণ এগুলি সময়ের সাথে সাথে ঝাপসা হতে পারে।
- সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন।
- যেমন সোহগৌড়া-তামার প্লেট আমাদেরকে তীব্র খরা এবং খাদ্য-স্বল্পতার সমস্যা মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানায়।

মুদ্রালিপি

- বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত করুন।
- উল্লেখিত তারিখগুলি আমাদের রাজাদের কালপঞ্জি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।
- ভারতের প্রথম মুদ্রা - 'পাঞ্চমার্কড মুদ্রা' পাঞ্চিং পদ্ধতিতে তৈরি।
- সম্ভবত ট্রেডিং গিল্ড দ্বারা প্রবর্তিত এবং কোন শাসক দ্বারা নয়।
- মুদ্রায় বিশুদ্ধতার অনুপাত - এর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন
- শাসক এবং তার সময়।
- থম স্বর্ণমুদ্রা - ইন্দো-গ্রীকদের দ্বারা।
- 'কুষাণদের' দ্বারা জারি করা বিশুদ্ধতম স্বর্ণমুদ্রা।
- সর্বাধিক সংখ্যা কিন্তু অশুদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা- গুপ্ত।

৩. স্মৃতিস্তম্ভ / স্মৃতিসৌধ

- অধ্যয়ন আমাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে
- একজন শাসক বা রাজবংশের সমৃদ্ধি চিত্রিত করুন।

স্থাপত্য

- ৩ টি প্রধান স্থাপত্য:
  - উত্তরে নগর স্থাপত্য।
  - দক্ষিণে দ্রাবিড় স্থাপত্য।
  - দাক্ষিণাত্যের ভেসার স্থাপত্য।

ভাস্কর্য

- হরপ্পান ভাস্কর্য- পাথর, স্টেটাইট, মাটি, পোড়ামাটির, চুন, ব্রোঞ্জ, হাতির দাঁত, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি- ব্যবহার- মূর্তি, আইকন, খেলনা, বিনোদন।
- ব্রোঞ্জের মূর্তি (হরপ্পা সভ্যতা) এবং খেলনা (দিয়ামাবাদ)।
- মৌর্য ভাস্কর্য - দিদারগঞ্জের যক্ষী - সমসাময়িক সমৃদ্ধি এবং মানুষের নান্দনিক বোধ।

- কনিষ্কের মূর্তি- রাজার বিদেশী উৎপত্তি এবং বিদেশী শৈলীর পোশাক, যেমন উঁচু জুতা, ওভারকোট ইত্যাদি।

চিত্র

- প্রাচীনতম উদাহরণ- ভীমবেটকা (মধ্যপ্রদেশ) - আশেপাশের প্রকৃতির রং এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করে মেসোলিথিক গুহা-নিবাসীরা আঁকা।
- অজন্তা পেইন্টিং- ধর্মীয় মতাদর্শ, আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, অলঙ্কার, পোশাক, বিদেশী দর্শক ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য।
- চোল পেইন্টিং- চোল রাজত্বের 'ঐশ্বরিক রাজত্ব'-এর ধারণা প্রদর্শন করে।

৪. প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ

মৃৎপাত্র

- প্রাক-ইতিহাস থেকে প্রাথমিক মধ্যযুগ পর্যন্ত বেস সরঞ্জাম।
- বিভিন্ন আইটেম, যেমন, বাটি, প্লেট, পাত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত।
- নিজ নিজ সংস্কৃতি, আকৃতি, কাপড়, পৃষ্ঠ-চিকিত্সা (ফ্যাব্রিক, রঙ, নকশা,চিত্র), মৃৎপাত্র তৈরির কৌশল ইত্যাদি অনুসারে পার্থক্য করা হয়েছে।
- নির্দিষ্ট মৃৎপাত্রের ধরন নির্দিষ্ট সংস্কৃতি/কালের জন্য নির্ধারিত হয়।

পুঁথি

- বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি, যেমন, পাথর, আধা-মূল্যবান পাথর (যেমন অ্যাগেট, চ্যালসডনি, ক্রিস্টাল, ফিরোজা, ল্যাপিস-লাজুলি), কাঁচ, সোনা, তামার মতো ধাতু; টেরা কোটা, হাতির দাঁত, খোল ইত্যাদি
- বিভিন্ন আকার যেমন গোলাকার, বর্গক্ষেত্র, নলাকার, ব্যারেল আকৃতির ইত্যাদি।
- প্রযুক্তিগত উন্নয়ন জানতে একটি উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রাণীর অবশেষ/হাড়

- খননের ফলে প্রচুর পরিমাণে হাড় বা প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া যায়।
- সেই নির্দিষ্ট সাইটের পার্শ্ববর্তী ঐতিহাসিক বাস্তুসংস্থান বা বাস্তুতন্ত্রের উপর আলোকপাত করে।
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খাদ্যাভ্যাস বুঝতে সাহায্য করে।

ফুলের অবশেষ

- ঐতিহাসিক বাস্তুশাস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে তথ্য দিন।

৫.সাহিত্য সূত্র

১.ধর্মীয় উৎস

- মূল উৎস: ব্রাহ্মণ গ্রন্থ যেমন বৈদিক গ্রন্থ, সূত্র, স্মৃতি, পুরাণ এবং মহাকাব্য।

বৈদিক গ্রন্থ	• ঋগ্বেদ- প্রাচীনতম - আমাদের ঋগ্বেদিক সমাজের একটি ধারণা দেয় • সাম বেদ, যজুর বেদ এবং অথর্ব বেদ - পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজ সম্পর্কে তথ্য। • ইতিহাস এর ৯০০ বছর (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দ - খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ শতাব্দ). • আর্যদের উৎপত্তি, তাদের রাজনৈতিক কাঠামো, সমাজ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দিন।
সূত্র	• শব্দ বা স্তবক একটি সুতোয় মুক্তার মত সুন্দরভাবে স্থাপন করা হয়।

	• বৈদিক যুগ সম্পর্কে তথ্য দেয়। • ছয়টি অংশ: শিক্ষা, ব্যাকরন, ছন্দ, কল্প, নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ
উপবেদ	• আয়ুর্বেদ- চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত - ঋগ্বেদের উপবেদ। • গান্ধর্ববেদ- সঙ্গীত সম্পর্কিত- সাম বেদের উপবেদ। • ধনুর বেদ- যুদ্ধের দক্ষতা, অস্ত্র ও গোলাবারুদ- যজুর বেদের উপবেদ। • শিল্প বেদ- সম্পর্কিত শিল্প ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য - অথর্ব বেদের উপবেদ।
স্মৃতি পাঠ্য	• মনুস্মৃতি - প্রাচীনতম স্মৃতি পাঠ (খ্রিস্টপূর্ব ২০০ শতাব্দ-২০০খ্রিস্টাব্দ). • যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি - এর মধ্যে সংকলিত ১০০খ্রিস্টাব্দ -৩০০ খ্রিস্টাব্দ • নারদ স্মৃতি (৩০০খ্রিস্টাব্দ -৪০০খ্রিস্টাব্দ) এবং পরাশর স্মৃতি (৩০০খ্রিস্টাব্দ - ৫০০ খ্রিস্টাব্দ)- গুপ্তদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা।
পুরাণ	• স্মৃতির পর সংকলিত; সংখ্যায় ১৮। • মার্কন্ডেয় পুরাণ, বায়ু পুরাণ, ব্রহ্মা পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণ - প্রাচীন পুরাণ। • মৎস্য, বায়ু এবং বিষ্ণু পুরাণে প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশের তথ্য। • মহাভারতের যুদ্ধের পর রাজবংশের একমাত্র উপলব্ধ উৎস। • বিভিন্ন রাজবংশের কালানুক্রম এবং তাদের শ্রেণিবিন্যাস প্রদান করুন
মহাকাব্য	• ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থের একটি অংশ • সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- মহাভারত এবং রামায়ণ। • রামায়ণ - বাল্মীকি রচিত - মৌর্য পরবর্তী যুগ। • মহাভারত - বেদব্যাস দ্বারা - গুপ্ত যুগে সমাপ্ত - প্রাথমিকভাবে, জয় সংহিতা /ভারত নামে নামকরণ করা হয়েছিল
বৌদ্ধ সাহিত্য	• পিটক - প্রাচীনতম বৌদ্ধ গ্রন্থ। • ভগবান বুদ্ধ নির্বাণ লাভের পর সংকলিত। **৩ প্রকার:** • সুত্ত পিটক - বুদ্ধের ধর্মীয় মতাদর্শের বক্তব্য রয়েছে। • বিনয় পিটক - বৌদ্ধ সংঘের আইন গঠিত। • অভিধম্ম পিটক - বৌদ্ধ দর্শন গঠিত। • জাতক কথা - ভগবান বুদ্ধের পূর্ববর্তী জন্মের উপাখ্যান • মিলিন্দাপানহো - বৌদ্ধ পাঠ - গ্রীক শাসক মিনান্ডার এবং বৌদ্ধ সাধক নাগাসেনের মধ্যে দার্শনিক কথোপকথন সম্পর্কে আমাদের তথ্য দেয়। • দিব্যবদন - ৪র্থ খ্রিস্টাব্দ - বিভিন্ন শাসক সম্পর্কে তথ্য। • আর্যমঞ্জুশ্রীমুলকল্প - বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শাসক সম্পর্কে তথ্য। • অঙ্গুটার্নিকা - ষোলটি মহাজনপদের নাম দিয়েছেন।
সিংহলি পাঠ্য	• দীপবংশ এবং মহাবংশ নিয়ে গঠিত - বৌদ্ধ গ্রন্থ। • দীপবংশ - চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ • মহাবংশ - ৫ম খ্রিস্টাব্দ • সে সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে তথ্য প্রদান করুন • ভারত এবং বিদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের জ্ঞান।
জৈন গ্রন্থ	• প্রধান পাঠ্য- আগামা পাঠ্য (সংখ্যায় মোট ১২টি)

	• আচারঙ্গসূত্র -আগমের অংশ - মহাবীরের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে • ব্যাখ্যাপ্রজাপতি ওরফে ভগবতী সূত্র - মহাবীরের জীবন। নয়ধম্মকহ- ভগবান মহাবীরের শিক্ষার সংকলন। • ভগবতী সূত্র - ১৬ মহাজনপদ সম্পর্কে তথ্য। • ভদ্রবাহু চরিত - জৈন আচার্য ভদ্রবাহু এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জীবনের উপর আলোকপাত করে। • পরিশিষ্টপর্বণ - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈন পাঠ – রচিত • হেমচন্দ্র ইন ১২ খ্রিস্টাব্দ

২. অ-ধর্মীয় গ্রন্থ

- সমাজের প্রায় সকল দিকের উপর আলোকপাত করুন।
- পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী - ভারতের প্রাচীনতম ব্যাকরণ/সাহিত্য - প্রাক-মৌর্য যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার তথ্য।
- মুদ্রারাক্ষস- বিশখাদত্ত রচিত - মৌর্য যুগের তথ্য।
- অর্থশাস্ত্র - কৌটিল্য/বিষ্ণুগুপ্ত/চাণক্য - ১৫ ভাগে বিভক্ত - ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা, মৌর্য যুগের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য।
- পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম - 'শুঙ্গ রাজবংশ' সম্পর্কে তথ্য।
- বাৎস্যায়নের কামসূত্র - সামাজিক জীবন, শারীরিক সম্পর্ক, পারিবারিক জীবন ইত্যাদির তথ্য।
- শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম' এবং দান্ডিনের 'দশকুমারচরিত' – সেই সময়ের সমাজজীবনের তথ্য।

৩. সঙ্গম সাহিত্য

- প্রাচীনতম দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্য
- বদ্বীপীয় তামিলনাড়ুতে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে তথ্য।

আগত্তিয়াম	অগস্ত্য	অক্ষরের ব্যাকরণের উপর একটি কাজ
তোলকপ্পিয়াম (তামিল ব্যাকরণ)	তোলকপিয়ার	ব্যাকরণের উপর একটি গ্রন্থ
এট্টুটোগাই (৮টি সংকলন)	- -	মেলকান্নাক্কু মিলিত রূপ।
পাত্তু পাট্টু (১০ টি আইডিলস)	- -	মেলকান্নাক্কু মিলিত রূপ।
পাতিনেনকিলাকানাক্কু (১৮ টি ছোট কাজ)	- -	একটি শিক্ষামূলক কাজ।
কুরাল (মুপ্পল)	তিরুভাল্লুভার	রাজনীতি, নৈতিকতা, সামাজিক নিয়মের উপর একটি গ্রন্থ।
শিলাপ্পাদিকারম	আইয়াঙ্গো আদিগাল	কোভালান স্মাধবীর একটি প্রেমের গল্প
মানিমেকলাই	সিত্তলাই সাত্তানার	মণিমেকলাই এর অ্যাডভেঞ্চার
শিবগা সিন্দামণি	তিরুত্তাকদেবর	একটি সংস্কৃত গ্রন্থ
ভরতম	পেরুদেভনার	শেষ মহাকাব্য

পান্নিরূপদালাম (ব্যাকরণ)	অগস্ত্যের ১২ জন শিষ্য	পুরাম সাহিত্যের উপর একটি ব্যাকরণগত কাজ
কাক্কিপদিয়ম (প্রোসোডি)	- -	prosody একটি কাজ

৬. বিদেশী ভ্রমণকারীদের লিখিত বিবরণ

- চীনা এবং আরব ভ্রমণকারীদের লেখা নিয়ে গঠিত।

হেরোডোটাস	• বিশ্বের প্রথম ঐতিহাসিক হিসেবে বিবেচিত। • উল্লেখিত ভারতীয় সৈন্যরা পারস্যদের পাশে যুদ্ধ করছে।
মেগাস্থিনিস	• সেলুকাস নিকেটরের রাষ্ট্রদূত, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে নিযুক্ত। • কাজ - ইন্ডিকা - পাটলিপুত্রের বিন্যাসের বর্ণনা দেয় • সামাজিক কাঠামো, বর্ণ-প্রথা, বর্ণ-সম্পর্ক ইত্যাদির উপরে উল্লেখ। • আসল ইন্ডিকা হারিয়ে গেছে।
ইরিথ্রিয়ান সাগরের পেরিপ্লাস	• মিশর উপকূলে একজন জেলে দ্বারা লেখা বলে অনুমান করা হয়। • প্রারম্ভিক ঐতিহাসিক সময়কালে ইন্দো-রোমান বাণিজ্যের উপর নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দেয়। • ভারতের উপকূলরেখার বন্দর, ভারতের বাণিজ্য কেন্দ্র, বাণিজ্য-রুট-সংযুক্ত বাণিজ্য কেন্দ্র এবং বন্দর, কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব, আইটেম-অফ-বাণিজ্য, বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ, জাহাজের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করে।
ফা-হিয়েন (ফা জিয়ান)	• গুপ্ত আমলে ভারত সফর করেন। • বৌদ্ধ ভিক্ষু; দেবভূমি (অর্থাৎ ভারত) থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করতে এবং বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি দেখার জন্য ভারতে গিয়েছিলেন।
হিউয়েন-সিয়াং (জুয়ান জাং)	• হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারত সফর করেন। • বৌদ্ধ তীর্থস্থান পরিদর্শন করেছেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেছেন। • বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করেছেন, মূল বৌদ্ধ রচনাগুলি পড়েছেন, মূল পাণ্ডুলিপি এবং স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ করেছেন, কপি তৈরি করেছেন, হর্ষের সমাবেশে যোগ দিয়েছেন। • চীনে, তিনি 'সি-ইউ-কি' লিখেছিলেন (পশ্চিমাঞ্চলে গ্রেট ট্যাং রেকর্ডস) - ভারতে তিনি যা দেখেছিলেন তার স্পষ্ট বর্ণনা দেয়। • রাজাদের তথ্য দেয় বিশেষ করে হর্ষ এবং তার উদারতা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এবং রীতিনীতি, জীবনধারা ইত্যাদি।

2 অধ্যায়

প্রস্তরযুগ

- প্রাগৈতিহাসিক সময়কাল- কোন লিখিত প্রমাণ নেই।
- তথ্যের প্রধান উৎস- প্রত্নতাত্ত্বিক খনন।
- পল্লভরাম হাত কুঠার - ভারতে প্রথম পুরাতন প্রস্তর যুগ অস্ত্র - আবিষ্কৃত - রবার্ট ব্রুস ফুট (১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ)- এছাড়াও দক্ষিণ ভারতে প্রচুর সংখ্যক প্রাক-ঐতিহাসিক স্থান আবিষ্কার করেছে
- ভূতাত্ত্বিক যুগ, পাথরের হাতিয়ারের ধরন এবং প্রযুক্তি এবং জীবনধারণের ভিত্তির উপর ভিত্তি করে ভারতীয় প্রস্তর যুগকে ভাগ করা হয়েছে-
  - প্যালিওলিথিক যুগ (পুরাতন প্রস্তর যুগ): সময়কাল – খ্রিস্টপূর্ব ৫০০,০০০ – খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ শতাব্দ
  - মেসোলিথিক যুগ (মধ্য প্রস্তর যুগ): সময়কাল – খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ - খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ শতাব্দ
  - নিওলিথিক যুগ (নব্য প্রস্তর যুগ): সময়কাল - খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ - খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ শতাব্দ

পুরাতন প্রস্তর যুগ
প্রাগৈতিহাসিক প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক সময়কাল।

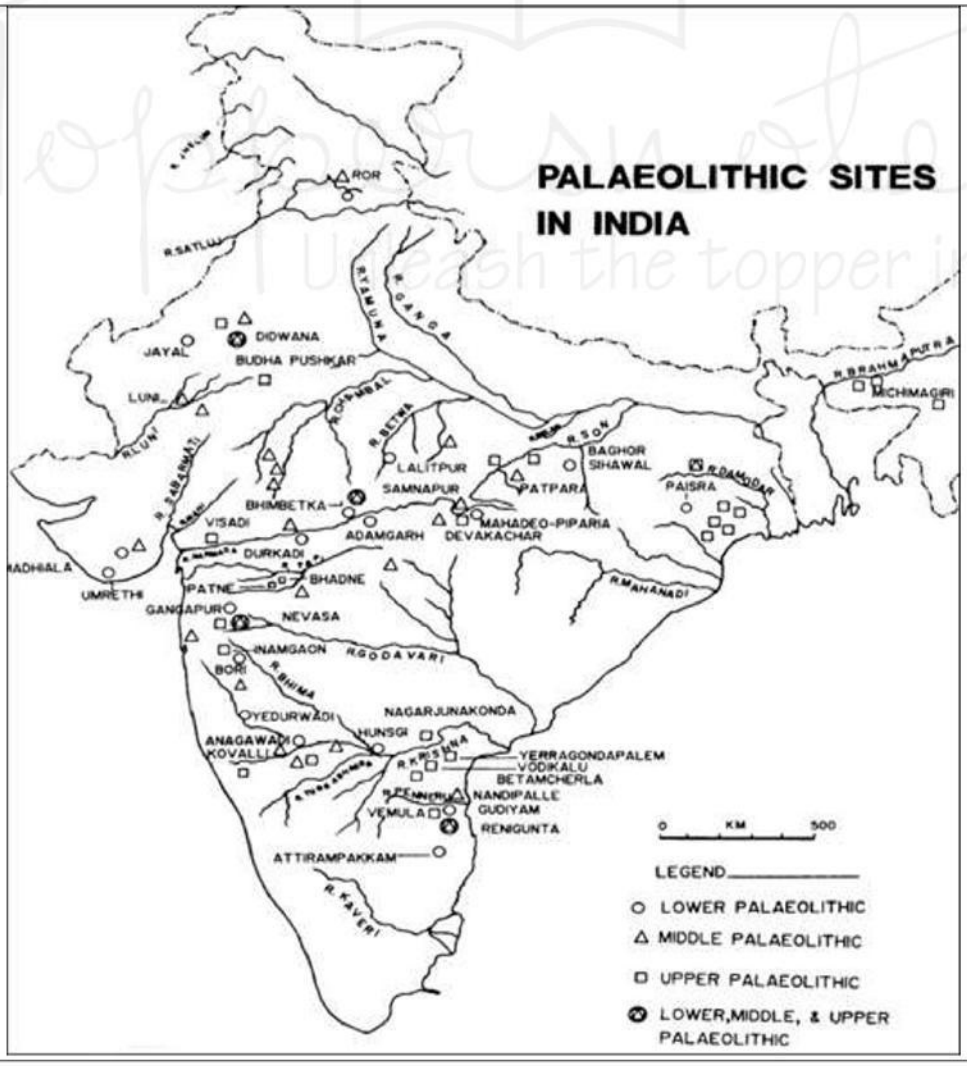

- প্যালাইওস (পুরানো) লিথোস (পাথর) = প্যালিওলিথিক (পুরানো পাথর যুগ)
- প্লাইস্টোসিন যুগে বা বরফ যুগে বিকশিত।
- "প্যালিওলিথিক" শব্দটি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জন লুবক দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।
- পুরুষদের ভারতে 'কোয়ার্টজাইট' পুরুষ বলা হত কোয়ার্টজাইট দিয়ে তৈরি পাথরের হাতিয়ার হিসেবে।
- ভারতে, এই বয়সে বেঁচে থাকা লোকেরা 'নেগ্রিটো' জাতিভুক্ত ছিল এবং খোলা বাতাস, নদী উপত্যকা, গুহা এবং পাথরের আশ্রয়ে বাস করত।
- তারা খাদ্য সংগ্রহকারী এবং শিকারী ছিল।
- বাড়িঘর, মৃৎপাত্র, কৃষি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই।
- পরবর্তী পর্যায়ে, তারা আগুন আবিষ্কার করে।
- নিম্ন/প্রাথমিক পুরাপ্রস্তর যুগে, চিত্রকলার আকারে শিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়।
- মানুষ হাতের কুড়াল, হেলিকপ্টার, ব্লেড, ব্রুইন এবং স্ক্র্যাপারের মতো অপালিশ করা, রুক্ষ পাথর ব্যবহার করত।
- মৌলিক সামাজিক কাঠামো- একটি ব্যান্ড সমাজের উপর ভিত্তি করে (**<১00** জন একটি ছোট সম্প্রদায় গঠন করেছে) ।
- যাযাবর মানুষ, রীতিনীতি, সামাজিক শিষ্টাচার এবং নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ
- মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত পাথরের হাতিয়ারের প্রকৃতি এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রকৃতি অনুসারে, ভারতে পুরাপ্রস্তর যুগকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে:
- নিম্ন/প্রাথমিক পুরাপ্রস্তর যুগ: খ্রিস্টপূর্ব ১০০,০০০ শতাব্দ পর্যন্ত
- মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগ: খ্রিস্টপূর্ব ১০০,০০০ শতাব্দ - খ্রিস্টপূর্ব ৪০,০০০ শতাব্দ
- উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগ: খ্রিস্টপূর্ব ৪০,০০০ শতাব্দ - খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ শতাব্দ

নিম্ন/প্রাথমিক পুরাপ্রস্তর যুগ)

- **বৈশিষ্ট্য:**
  - সর্বাধিক সময়কাল (সম্পূর্ণ নিম্ন প্লাইস্টোসিন এবং মধ্য প্লাইস্টোসিন যুগের বেশিরভাগ অংশকে কভার করে)।
  - নদী উপত্যকা এবং সোপান গঠিত হয়েছিল।
  - প্রাথমিক পুরুষরা জল সরবরাহের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করত, কারণ পাথরের হাতিয়ারগুলি প্রধানত নদী উপত্যকায় বা সংলগ্ন পাওয়া যায়।
  - প্রধানত পশ্চিম ইউরোপ এবং আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে।
  - প্রাচীনতম পাথরের হাতিয়ারের প্রমাণ - পশ্চিম ইউরোপ - নিম্ন প্লেইস্টোসিনে প্রথম আন্তঃ-হিমবাহ পর্যায়ের জমা।
  - যাযাবর জীবনযাপন করত।
  - শিকারী এবং খাদ্য সংগ্রহকারী।
  - নিয়ান্ডারথাল-সদৃশ প্যালেনথ্রপিক পুরুষদের অবদান (হোমিনিড বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়)
  - প্রাচীনতম নিম্ন পুরাপ্রস্তর যুগের স্থানগুলির মধ্যে একটি হল মহারাষ্ট্রের বোরি।
- **অস্ত্র:**

- চুনাপাথরের তৈরি অস্ত্র - হাতের কুড়াল, দা এবং কাটারী- রুক্ষ এবং ভারী।
- প্রথম পাথরের অস্ত্র তৈরি করা শুরু হয়; **k/a** ওল্ডোওয়ান ঐতিহ্য।
- স্প্লিন্টারড পাথর **k/a eoliths** - প্রাচীনতম হাতিয়ার।

- **প্রধান স্থান:**
  - সোন উপত্যকা (বর্তমান পাকিস্তানে)
  - থর মরুভূমি
  - কাশ্মীর
  - মেওয়াড় সমভূমি
  - সৌরাষ্ট্র
  - গুজরাট
  - মধ্য ভারত
  - দাক্ষিণাত্য মালভূমি
  - ছোটনাগপুর মালভূমি
  - কাবেরী নদীর উত্তরে
  - ইউপিতে বেলান উপত্যকা

দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি-

১. সোহানিয়ান সংস্কৃতি:

- নামটি সিন্ধু নদীর একটি উপনদী সোহান নদী থেকে প্রাপ্ত।
- সাইট - উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাকিস্তানের শিবালিক পাহাড়।
- নিম্ন পুরাপ্রস্তর পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে।
- প্রাণীর অবশেষ - ঘোড়া, মহিষ, সোজা-টাস্কড হাতি এবং জলহস্তী।
- নুড়ি অস্ত্র এবং হেলিকপ্টার জমা পাওয়া গেছে।

২. আচেউলিয়ান সংস্কৃতি/ মাদ্রাসি সংস্কৃতি:

- সেন্ট আচিউলের ফরাসি জায়গার নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে।
- ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম কার্যকর উপনিবেশ।
- ভারতে নিম্ন পুরাপ্রস্তর যুগের বসতিগুলির সমার্থক।
- হাত-কুড়াল এবং ক্লিভারের জমা

মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগ

- **বৈশিষ্ট্য**
  - প্রধানত মানুষের আদি রূপের সাথে যুক্ত -নিয়ান্ডারথাল।
  - আগুন ব্যবহারের প্রমাণ।
  - মধ্য পুরাপ্রস্তর মানুষ একজন স্ক্যাভেঞ্জার ছিলেন কিন্তু শিকার এবং সংগ্রহের খুব কম প্রমাণ পাওয়া যায়।
  - মৃতদের দাফনের আগে আঁকা হয়।
  - কিছু অস্ত্রের ধরন ঝেড়ে ফেলে এবং নতুন গড়ন এবং সেগুলি তৈরির নতুন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে অ্যাচিউলিয়ান সংস্কৃতির ধীর রূপান্তর।

- **অস্ত্র**
  - **ছোট, পাতলা এবং হালকা হয়ে গেছে।**
  - **বোর, পয়েন্ট এবং স্ক্র্যাপার ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত ফ্লেক্সের উপর প্রধানত নির্ভরশীল।**
  - **একটি অপরিশোধিত নুড়ি শিল্পও এই সময়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।**
  - **পাওয়া পাথরগুলি খুব ছোট** k/a **মাইক্রোলিথ।**
  - **কোয়ার্টজাইট, কোয়ার্টজ এবং ব্যাসাল্ট চের্ট এবং জ্যাস্পারের মতো সূক্ষ্ম দানাদার সিলিসিয়াস শিলা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে**
  - **চের্ট আউটক্রপগুলিতে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানার জায়গাগুলো মধ্য ভারত এবং রাজস্থানে ঘটে।**
- **গুরুত্বপূর্ণ স্থান**
  - **ইউপিতে বেলান উপত্যকা**
  - **লুনি উপত্যকা (রাজস্থান)**
  - **শোন ও নর্মদা নদী**
  - **ভীমবেটকা**
  - **তুঙ্গভদ্রা নদীর উপত্যকা**
  - **সাংহাও গুহা (পেশোয়ার, পাকিস্তানের কাছে)**

উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগ

- **বৈশিষ্ট্য:**
  - হোমো স্যাপিয়েন্সের আবির্ভাব।
  - মূর্তি এবং অন্যান্য শিল্পকর্মের বিস্তৃত চেহারা যা শিল্প এবং আচার-অনুষ্ঠানকে প্রতিফলিত করে।
  - রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের ৪০ টিরও বেশি স্থানে উটপাখির ডিমের খোসা আবিষ্কার
  - উচ্চ উচ্চতা এবং উত্তর অক্ষাংশে অত্যন্ত ঠান্ডা এবং শুষ্ক জলবায়ু।
  - উত্তর পশ্চিম ভারতে মরুভূমির ব্যাপক গঠন
  - পশ্চিম ভারতের নিষ্কাশন প্যাটার্ন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং নদীর গতিপথ "পশ্চিম দিকে" সরে গেছে।
  - গাছপালা আবরণ হ্রাস।
  - মানব জনসংখ্যা গ্রামীণ খাদ্য সম্পদের সম্মুখীন হয়েছে- এই কারণেই শুষ্ক এবং আধা-শুষ্ক অঞ্চলে উচ্চ প্রত্নপ্রস্তর স্থানগুলি খুব সীমিত।
- **অস্ত্র:**
  - হাড়ের সরঞ্জাম - সূঁচ, মাছ ধরার সরঞ্জাম, হারপুন, ব্লেড এবং বুরিন সরঞ্জাম।
  - কৌশলগুলির পরিমার্জন এবং সমাপ্ত টুল ফর্মগুলির মানককরণের ক্ষেত্রে একটি চিহ্নিত আঞ্চলিক বৈচিত্র্য দেখান।

- উদাস পাথর এবং নাকাল ছুরিকাঘাতও পাওয়া গেছে - হাতিয়ার উৎপাদনের প্রযুক্তিতে অগ্রগতি।

- **প্রধান স্থান:**
  - ভীমবেটকা (ভোপালের দক্ষিণে) – এখানে হাতের কুড়াল এবং ক্লিভার, ব্লেড, স্ক্র্যাপার এবং কয়েকটি ব্রুইন পাওয়া গেছে।
  - বেলান
  - ছেলে
  - ছোট নাগপুর মালভূমি (বিহার)
  - মহারাষ্ট্র
  - উড়িষ্যা এবং
  - অন্ধ্র প্রদেশের পূর্ব ঘাট
  - অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল এবং মুচচাতলা চিন্তামণি গাভির গুহাস্থলে হাড়ের সরঞ্জাম পাওয়া গেছে।

মধ্য প্রস্তর যুগ

- গ্রীক শব্দ থেকে উদ্‌ভূত - 'মেসো' এবং 'লিথিক'। ওরফে 'মধ্য প্রস্তর যুগ'
- হলোসিন যুগের অন্তর্গত।

> প্যালিওলিথিক এবং নিওলিথিক যুগের মধ্যবর্তী ক্রান্তিকাল - ওরফে শেষ প্রস্তর যুগ।

বৈশিষ্ট্য

- **গ্রীষ্মকালে ভারী বৃষ্টিপাত সহ উষ্ণ জলবায়ু এবং শীতকালে মাঝারি বৃষ্টিপাত।**
- **প্রাথমিকভাবে শিকারী এবং সংগ্রহকারী, কিন্তু পরে গৃহপালিত প্রাণী এবং চাষ করা গাছপালা।'**
- **আদিম চাষাবাদ, এবং উদ্যানপালন শুরু হয়।**
- **গৃহপালিত প্রথম প্রাণী - কুকুরের বন্য পূর্বপুরুষ।**
- **ভেড়া এবং ছাগল- সবচেয়ে সাধারণ গৃহপালিত প্রাণী।**
- **আধা-স্থায়ী জনবসতিতে বসবাস করত পাশাপাশি দখলকৃত গুহা এবং খোলা মাঠ।**
- **পরজন্মে বিশ্বাসী এবং তাই খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সহ মৃত কবর দেওয়া হয়।**
- **মানুষ পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক পরতে শুরু করে।**
- **এই সময়ের মধ্যে গঙ্গা সমভূমিতে প্রথম মানব উপনিবেশ।**
- **শেষ পর্যায় - উদ্ভিদ চাষের শুরু।**

অস্ত্র- মাইক্রোলিথ

- **জ্যামিতিক এবং অ-জ্যামিতিক আকারে ক্রিপ্টো-ক্রিস্টালাইন সিলিকা, চ্যালসডোনি বা চের্ট দিয়ে তৈরি।**
- **যৌগিক সরঞ্জাম, বর্শা, তীরের মাথা এবং কাস্তে তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।**
- **ছোট প্রাণী এবং পাখি শিকার করতে সক্ষম।**

চিত্র

- **শিল্পপ্রেমীরা এবং প্রাগৈতিহাসে শিলাচিত্র শিল্পের সূচনা।**
- **ভারতে প্রথম শিলাচিত্র - ১৮৬৭ সালে সোহাগীঘাটে (ইউপি) পাওয়া যায়।**
- **বিষয়- বন্য প্রাণী এবং শিকারের দৃশ্য, নাচ, এবং খাদ্য সংগ্রহ।**
- **বেশিরভাগই লাল গেরুয়া রঙে আঁকা তবে কখনও কখনও নীল-সবুজ, হলুদ বা সাদা রঙ ব্যবহার করা হয়েছে**
- **চিত্রকর্মে চিত্রিত ২৯ প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে চিতা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে**
- **সাপের কোন চিত্রায়ন নেই**
- **ভীমবেটকা শিলাচিত্রগুলি ধর্মীয় অনুশীলনের বিকাশ সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে শ্রমের বিভাজনও প্রতিফলিত করে। পুরুষদেরকে শিকারে চিত্রিত করা হয়েছে যেখানে নারীদেরকে জড়ো করা এবং খাবার তৈরি করতে দেখানো হয়েছে।**

গুরুত্বপূর্ণ মধ্য প্রস্তর স্থান

- বাগোর (রাজস্থান)
  - ভারতের বৃহত্তম এবং সেরা নথিভুক্ত মেসোলিথিক জায়গাগুলির মধ্যে একটি।
  - কোঠারি নদীতে।
  - প্রাণীদের গৃহপালিত হওয়ার প্রথম প্রমাণ প্রদান করেছে।
- মহাদহ, দমদমা, সারাই নাহার রাই (উত্তরপ্রদেশ)-
  - মানুষের কঙ্কালের প্রমাণ।
  - মহাদহে, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে একসাথে সমাহিত করা হয়েছিল।
  - একটি সমাধিতে কবর ঈশ্বর হিসাবে একটি হাতির দাঁতের দুল ছিল।
- ভারত জুড়ে মধ্য প্রস্তর শিলাচিত্র শিল্প স্থান
  - মধ্য ভারত যেমন ভীমবেটকা গুহা, খারওয়ার, জাওরা এবং কাথোটিয়া (এমপি), সুন্দরগড়
  - সম্বলপুর (ওড়িশা)
  - ইজুথু গুহ (কেরল)
- ল্যাংঘনাজ (গুজরাট) এবং বিহারানপুর (পশ্চিমবঙ্গ)
  - ল্যাংঘনাজ- বন্য প্রাণীর হাড় (গন্ডার, কৃষ্ণসার ইত্যাদি)
  - বেশ কিছু মানুষের কঙ্কাল
  - বিপুল সংখ্যক মাইক্রোলিথ

নব্য প্রস্তর যুগ

- গ্রীক শব্দ: নিও = নতুন/ নব্য এবং লিথিক = পাথর।
- ১৮৬৫ সালে স্যার জন লুবক প্রণীত।

- **বৈশিষ্ট্য**
  - **হলোসিন ভূতাত্ত্বিক যুগের অন্তর্গত।**
  - **ওরফে 'নিওলিথিক বিপ্লব' (ভি. গর্ডন চাইল্ডের) কারণ এটি মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।**
  - **মানুষ খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে খাদ্য উৎপাদনকারীতে রূপান্তরিত হয়।**
  - **লিঙ্গ এবং বয়সের উপর ভিত্তি করে শ্রম বিভাজন**
- **সরঞ্জাম এবং অস্ত্র**
  - পালিশ, খোঁচা এবং মাটির পাথরের হাতিয়ার।
    - উত্তর-পশ্চিম- বাঁকা কাটা প্রান্ত সহ আয়তক্ষেত্রাকার অক্ষ
    - উত্তর-পূর্ব - আয়তক্ষেত্রাকার বাট এবং মাঝে মাঝে কাঁধযুক্ত কুড়াল সহ পালিশ করা পাথরের অক্ষ।
    - দক্ষিণ- অক্ষগুলি ডিম্বাকৃতির দিক এবং নির্দেশিত বাট সহ
- **কৃষি**
  - ফল এবং ভুট্টা যেমন রাগি এবং ঘোড়া ছোলা (কুলটি)।
  - এছাড়াও গৃহপালিত গবাদি পশু, ভেড়া এবং ছাগল।
- **মৃৎপাত্র**
  - প্রথমে হাতে তৈরি মৃৎপাত্র এবং তারপর পায়ের চাকা ব্যবহার করা দেখেছেন।
  - ধূসর গুদাম, কালো পোড়া গুদাম, এবং ম্যাট ইমপ্রেসড মাল অন্তর্ভুক্ত।
- **আবাসন এবং স্থায়ী জীবন**
  - মানুষ কাদা এবং নল দিয়ে তৈরি আয়তাকার বা বৃত্তাকার বাড়িতে বাস করত।
  - এছাড়াও জানত কিভাবে নৌকা বানাতে হয় এবং তুলা, উল এবং কাপড় বুনতে পারত।
  - প্রধানত পাহাড়ি নদী উপত্যকা, পাথরের আশ্রয়স্থল এবং পাহাড়ের ঢালে বসবাস করে।

নিওলিথিক সংস্কৃতির দুটি পর্যায়-

- অ্যাসেরামিক- সিরামিকের কোনো প্রমাণ নেই
- সিরামিক- মৃৎপাত্র, মাটির ঘর, তামার-তীরের মাথা, কালো পাত্রের মৃৎপাত্র, আঁকা মৃৎপাত্রের প্রমাণ।

গুরুত্বপূর্ণ নিওলিথিক স্থান

- কোলদিহওয়া (এলাহাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত): অশোধিত হাতে তৈরি মৃৎপাত্র সহ বৃত্তাকার কুঁড়েঘরের প্রমাণ দেয়।
- মহাগড়া: পৃথিবীতে ধান চাষের আদি নিদর্শন
- মেহেরগড় (বেলুচিস্তান, পাকিস্তান): প্রাচীনতম নিওলিথিক স্থান, যেখানে মানুষ রোদে শুকানো ইট দিয়ে তৈরি বাড়িতে বাস করত এবং তুলা ও গমের মতো ফসল চাষ করত।
- বুর্জাহোম (কাশ্মীর): গৃহপালিত কুকুরগুলিকে তাদের কবরে তাদের প্রভুর সাথে সমাহিত করা হয়েছিল, লোকেরা গর্তে বাস করত এবং পালিশ করা পাথর এবং হাড় দিয়ে তৈরি সরঞ্জাম ব্যবহার করত।
- গুফক্রাল (কাশ্মীর): আক্ষরিক অর্থ "কুমারের গুহা"।
- এই নিওলিথিক স্থানটি গর্তের মধ্যে বাসস্থান, পাথরের সরঞ্জাম এবং পরিবারের মধ্যে কবরস্থানের জন্য বিখ্যাত।
- চিরান্দ (বিহার): শিং দিয়ে তৈরি হাড়ের হাতিয়ার
- নেভাসা: সুতির কাপড়ের প্রমাণ
- পিকলিহাল, ব্রহ্মাগিরি, মাস্কি এবং টাক্কালাকোটা, হাল্লুর (কর্নাটক): ছাইয়ের ঢিবি আবিষ্কার.

বিন্ধ্যের বেলান উপত্যকার চোপানি মান্ডো এবং নর্মদা উপত্যকার মধ্যবর্তী অংশে, তিনটি স্তরের (পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে নব্য প্রস্তর যুগ) পেশা পাওয়া গেছে- এছাড়াও এই স্থান থেকে জীবাশ্ম প্রাণীর হাড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।